কনভেনশনে বাংলাদেশ সম্পর্কে কর্পোরেট মিডিয়ার ভ্রান্ত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করল বাসদ - সারা ফ্লাউন্ডার্স

।। ভ্যানগার্ড প্রতিবেদক।।

(সারা ফ্লাউন্ডার্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বামপন্থী দল ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাসদ-এর কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার এ নিবন্ধটি তাদের দলের মুখপত্র 'ওয়ার্কার্স ওয়াল্ড' এর ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা '১০ থেকে সংগৃহীত।)

৩০-৩১ ডিসেম্বর '০৯ অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রথম কনভেনশন। ১০ হাজারের অধিক মানুষ লাল পতাকা হাতে সমাবেত হয় এবং একটি বিশাল সুশৃঙ্খল মিছিল ঢাকা শহরের ব্যস্ত সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জাতীয়ভাবে নির্বাচিত কয়েক শতাধিক প্রতিনিধি, হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ বাসদের এই কনভেনশনে যোগ দেন। এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে বাসদ বাংলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমা কর্পোরেট মিডিয়াগুলির ধারণার প্রতি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকি, তাহল – এদেশটি ভীষণ গরীব, ঘন জনবসতিপূর্ণ ও অনুন্নত। কিন্তু সেখানে বিপ্লবী শক্তি যেভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তেজ এবং নিজ দেশের সমস্যাগুলি সমাধানে সঠিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগঠিত হচ্ছে, তা বিশ্বব্যাপী চলমান আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এই শক্তি কর্পোরেট মিডিয়াগুলির ভ্রান্ত ধারণা এবং সাম্রাজ্যবাদী গতানুগতিক ধারার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম।

জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের ঘোষিত সদস্যসংখ্যা ৪০ হাজার। এই দল তার কতগুলি গণসংগঠনও তৈরি করেছে। তার মধ্যে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম এবং অত্যন্ত ব্যাপক ও সক্রিয় গণসংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। এই গণসংগঠনগুলির মাধ্যমে আরও হাজার হাজার কর্মী দলের সাথে যুক্ত আছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট তার প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৩০ মার্চ ২০১০ একটি বিশাল সমাবেশ আয়োজন করছে। ধারণা করা হচ্ছে, হাজার হাজার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষা সংকোচন ও শিক্ষার অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এই কর্মসূচি ব্যাপক জনসংযোগের সূচনা করবে।

৬০ শতাংশ নিরক্ষর মানুষ, লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক এবং সবচেয়ে নোংরা বস্তিতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এই দেশে ছাত্ররা সাধারণত একটু স্বচ্ছল পরিবার থেকে আসে। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে এবং তারা বার বার বিভিন্ন আন্দোলনে রাস্তায় নেমে এসেছে। দশকের পর দশক ধরে সবচেয়ে বিপ্লবমনা ছাত্র-কর্মীরা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে তৈরি হচ্ছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়েই কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা এখনো বিশেষ শক্তিশালী। বিশেষত, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সাধারণভাবে সাম্যবাদী ধারণার গ্রহণযোগ্যতা আছে। বাংলাদেশে বেশকিছু বামপন্থী দল আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি শোধনবাদী মার্কসবাদী পার্টি বুর্জোয়া শক্তির সাথে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন সংসদীয় সরকারে আছে। বাসদ শুধুমাত্র সংসদ বিরোধিতা নয়, বিপ্লবী চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দিয়েছে।

বাসদের এই কনভেনশনে আন্তর্জাতিক অতিথি হিসেবে বিভিন্ন দেশের বামপন্থি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মাওবাদী), শ্রীলংকার নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, স্যোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া, ডেমোক্র্যাটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া'র রাষ্ট্রদূত, ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি ও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকশন সেন্টার-এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

বাসদ বাংলাদেশের বামপন্থি দলগুলির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, তাদের সাথে আলোচনা এবং যুগপৎ কর্মসূচি বা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে কাজ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। কনভেনশনের পরের দিন বাসদ একটি মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্বের আয়োজন করে। এতে আন্তর্জাতিক অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন দেশের ১০টিরও বেশি বাম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদসহ প্রায় ১৫০ জন।

উপস্থিত অতিথিরা এধরনের রাজনৈতিক অলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁরা বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সংকটের চরিত্র এবং তা কতটুকু সমাধানযোগ্য সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কাছে জানতে চান। যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারিত যুদ্ধনীতির প্রভাব এবং ওবামা কেন বুশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতি অবলম্বন করছে তারা সে সম্পর্কেও জানতে চান।

ইউরোপের মত বাংলাদেশ ও ভারতের কিছু সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বুর্জোয়াদের সাথে জোট করে ক্ষমতায় গিয়েছে। অনুন্নত ও সাবেক ঔপনিবেশিক দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় চরিত্র এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা বার বার এসেছে।

শ্রীলংকার প্রতিনিধির কাছে তামিল টাইগারদের সাম্প্রতিক পতন এবং নেপালের প্রতিনিধির কাছে সেখানে আমেরিকা ও ভারতের সহায়তায় মহড়া, যা তাদেরকে শ্রীলংকার মত একই ভাগ্যবরণের হুমকি দিচ্ছে, সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন এখন জ্বলন্ত ও প্রধান প্রশ্ন।

সাম্রাজ্যবাদী অনুন্নয়ন : সমাজতান্ত্রিক সমাধান

কনভেনশনে বাসদ আহ্বায়কের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রতিবেদন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক দুটি ডকুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়। এতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বাসদের রাজনৈতিক মূল্যায়ন এবং বিশ্বব্যাপী মুখ থুবড়ে পড়া পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের চলমান সমস্যা নিয়ে এই প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ অলোচনা করা হয়েছে। তারা পুঁজিবাদী বাজারের সকল পর্যায়ে বিবাদ, পরিকল্পনাহীনতা এবং মুনাফা লিপ্সা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। একইসাথে ব্যাংকিং সিস্টেম, ডব্লিউটিও, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেয়া অনুন্নয়নের বিষয়টাও তুলে ধরা হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের মত বাংলাদেশকেও মারাত্মকভাবে অনুন্নত, নির্ভরশীল ও গরীব বানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ নীতিতে বাংলাদেশকে সস্তা শ্রমিক পাওয়ার উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বর্তমানে ভারতীয় পুঁজিপতিরাও আরও বেশি করে তাই করছে।

বাংলাদেশের ওপর 'কাঠামোগত সংস্কার' চাপিয়ে দিয়ে দেশীয় অনেক শিল্প বন্ধ করা হয়েছে, সস্তা শ্রম শোষণের মাধ্যমে ফুলে ফেঁপে উঠা রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস খাতের ওপর অর্থনীতিকে নির্ভরশীল করে ফেলা হয়েছে। এই পলিসিগুলো বাংলাদেশকে আরো গরীব বানিয়েছে। বাসদ-এর এক নেতা কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন, "পশ্চিমা যত 'সাহায্য' দেওয়া হয়, তা আমাদেরকে আরও অসহায় করার জন্যেই।"

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানকার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ এখনও কৃষক। কিন্তু, তাদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময়ের ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ২০ শতাংশ বর্তমানে তা মারাত্মক হারে বেড়ে ৭০ শতাংশে ওঠেছে, যারা আজ ঘরহারা হয়ে হয় দিনমজুরি করছে বা ঋণগ্রস্ত বর্গাদার হয়ে দিনাতিপাত করছে। ১৫ কোটি জনসংখ্যার দেশে ৯ কোটি মানুষই আজ চরম ক্ষুধায় দিনাতিপাত করে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দেশে রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়।

অথচ বাসদ এর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, মাটির উর্বরতা ও ১২ মাসই এর ফসল দেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনায় বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তারপরও মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মানুষ অপুষ্টির শিকার। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ থাকলেও সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ও উপযুক্ত বন্টন প্রক্রিয়া চালু করছে না।

বাসদের কাছ থেকে বিদেশি অতিথিরা বাংলাদেশের অনেক বিষয়ে রাজনৈতিক তথ্য এবং চলমান অনেক সংকট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন। বাসদের প্রত্যেকটি বিশ্লেষণের মধ্যে পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব ও সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে চরম দরিদ্র শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে বিপ্লবী আশাবাদ ও দৃঢ় সংকল্পের বিচ্ছুরণ রয়েছে।